পরিবর্তনের বীজ

ভারতের জন্য শিক্ষার অবস্থা রিপোর্ট, 2023

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শিক্ষা

সারসংক্ষেপ

ইউনেস্কো শিক্ষা খাত
শিক্ষা হল ইউনেস্কোর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার কারণ এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই উন্নয়ন চালনার ভিত্তি। UNESCO হল শিক্ষার জন্য জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা এবং শিক্ষায় বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক নেতৃত্ব প্রদান করে, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং শিক্ষার মাধ্যমে সমসাময়িক বৈশ্বিক সমস্যাগুলিতে সাড়া দেয়, লিঙ্গ সমতা এবং আফ্রিকার উপর ফোকাস করে।

গ্লোবাল ইউনিভার্সাল এডুকেশন 2030 এজেন্ডা
শিক্ষার জন্য জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে, ইউনেস্কোকে শিক্ষা 2030 এজেন্ডা-এর নেতৃত্ব ও সমন্বয় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে - 2030 সালের মধ্যে 17টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমে দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোর বৈশ্বিক আন্দোলনের অংশ। শিক্ষা, এই সমস্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য, এর নিজস্ব নিবেদিত লক্ষ্য 4 রয়েছে, যার লক্ষ্য সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমান মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং আজীবন শেখার সুযোগগুলিকে উন্নীত করা। শিক্ষা 2030 ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে।

unesco

Education 2030

পরিবর্তনের বীজ
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শিক্ষা
ভারতের জন্য শিক্ষার অবস্থা রিপোর্ট, 2023
সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা দ্বারা 2023 সালে প্রকাশিত।
7, প্লেস ডি ফন্টেনয়, 75352 প্যারিস 07 এসপি, ফ্রান্স

এবং

বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কার জন্য ইউনেস্কো নিউ দিল্লি আঞ্চলিক অফিস

1, সান মার্টিন মার্গ, চাণক্যপুরী
নিউ দিল্লি, 110 021, ভারত
টেলিফোন: +91-11-2611 1873/5 এবং 2611 1867/9
ই: newdelhi@unesco.org
W: https://www.unesco.org/en/fieldoffice/newdelhi

© UNESCO, 2023

লেখক
- কার্তিকেয় ভি. সারাভাই
  পরিচালক, পরিবেশ শিক্ষা কেন্দ্র
- ডাঃ. শ্বেতা আর. পুরোহিত
  অনুষ্ঠান পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন)
  পরিবেশ শিক্ষা কেন্দ্র

প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সমন্বয় সহযোগিতা
- জয়েস পয়ান
  প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষা প্রধান
- অভিনব কুমার
  প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী
  ইউনেস্কো নিউ দিল্লি

CC BY SA

এই প্রকাশনাটি Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) লাইসেন্সের (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) অধীনে উন্মুক্ত অ্যাক্সেসে উপলব্ধ। এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু ব্যবহার করে, ব্যবহারকারীরা ইউনেস্কো ওপেন অ্যাক্সেস রিপোজিটরি (https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa) ব্যবহারের শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ হতে সম্মত হন।

Original title: Seeds of Change: State of the Education Report for India 2023; education to address climate change; Summary.

সালে জাতিসংঘের শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং UNESCO নতুন দিল্লির আঞ্চলিক অফিস দ্বারা প্রকাশিত।

এই প্রকাশনা জুড়ে মনোনীত উপাধি এবং পঠন সামগ্রীর উপস্থাপনা কোন দেশ, অঞ্চল, শহর বা অঞ্চল বা তাদের কর্তৃপক্ষের আইনী অবস্থা, বা তাদের সীমানা বা সীমানা সম্পর্কিত ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে যে কোনও মতামতের অভিব্যক্তিকে বোঝায় না।

এই প্রকাশনায় প্রকাশিত ধারণা এবং মতামত সংশ্লিষ্ট লেখকদের; তারা অগত্যা ইউনেস্কোর অন্তর্গত নয় এবং সংস্থার এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

সামনের কভার ফটো
প্রাক-বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির হাঁটার সময় পরিবেশকে ভালবাসতে এবং সম্মান করতে শেখানো হচ্ছে। প্ল্যানেট ডিসকভারি সেন্টার, সিইই, গুজরাট।

গ্রাফিক ডিজাইন, কভার ডিজাইন এবং এডিটিং
ফায়ারফ্লাই কমিউনিকেশনস, নিউ দিল্লি
ই: ayesha@fireflycommunications.in

ফটোগ্রাফ
©ইউনেস্কো/নুনাব ডিজাইন
এই প্রকাশনায় উপস্থিত হওয়া ফটোগ্রাফগুলিতে সমস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে অবহিত সম্মতি নেওয়া হয়েছিল।

মনসেরাতে টাইপ করেছেন
লাক্সর প্রিন্টসে মুদ্রিত
ভারতে মুদ্রিত।

প্রতিবেদনটি এখানে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ:
https://en.unesco.org/fieldoffice/newdelhi

প্রতিবেদনের অনুলিপির জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:
ঈশা বিগ: i.vig@unesco.org
রেখা বেরি: r.beri@unesco.org

পরিবর্তনের বীজ

ভারতের জন্য শিক্ষার অবস্থা রিপোর্ট, 2023

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শিক্ষা

সারসংক্ষেপ

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

শিক্ষার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত, শিক্ষায় প্রচলিত বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন স্কুল পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার মৌলিক দিকগুলিকে একীভূত করার জরুরি প্রয়োজনের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি এবং গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

ভারতে, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP) 2020, ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন (NCFSE) 2023, স্কুল কারিকুলামে জলবায়ু সচেতনতা এবং টেকসইতার একীকরণের উপর জোর দেয়, দেশ পরিবেশগত শিক্ষাকে একটি বহু-বিষয়ক ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয় যা সমস্ত বিষয়ের সাথে সংযোগ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিক দিকগুলিকে সকল পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা শিক্ষার্থী এবং যুবকদের জ্ঞান, দক্ষতা, উপযুক্ত আচরণ এবং জলবায়ু সমাধান নিয়ে আসার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল এজেন্ট হওয়ার উদ্যোগে সজ্জিত করবে।

নীতিগত সিদ্ধান্ত, সেগুলি যতই ভালভাবে তৈরি করা হোক না কেন, কংক্রিট কর্ম এবং কার্যকর বাস্তবায়নে অনুবাদ করা দরকার। যদিও NEP 2020 এবং NCFSE ভারতে জলবায়ু শিক্ষার জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে, তাদের সাফল্য শেষ পর্যন্ত গৃহীত বাস্তব পদক্ষেপ এবং দেশজুড়ে স্কুল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবদান রাখার জন্য নির্মিত অংশীদারিত্বের উপর নির্ভর করে।

রিপোর্ট সম্পর্কে

এই প্রতিবেদনটি দুটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs), যথা – মানসম্পন্ন শিক্ষা (SDG 4) এবং জলবায়ু কর্ম (SDG 13) – ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে লক্ষ্য 4.7 (টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা [ESD] এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষার ছেদকে কেন্দ্র করে। শিক্ষা) এবং লক্ষ্য 13.3 (জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জ্ঞান এবং ক্ষমতা তৈরি করা)।

প্রতিবেদনটি ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রের স্টেকহোল্ডারদের জন্য অধ্যয়ন, নীতি এবং উদ্যোগগুলি জানাতে, সাংগঠনিক অখণ্ডতা তৈরি করতে, শ্রেণীকক্ষের কথোপকথনকে গাইড করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শিক্ষায় সামাজিক পদক্ষেপে অনুপ্রাণিত করার জন্য একটি বিস্তৃত রেফারেন্স নথি হিসাবে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একই সময়ে, প্রতিবেদনটি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক ও নীতিনির্ধারকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, মনোভাব, দক্ষতা এবং মানসিকতার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার মূল হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এবং জলবায়ু কর্মকাণ্ডকে অনুপ্রাণিত করার জন্য জোরালোভাবে জোর দেয়।

এই প্রতিবেদনটি দুটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs), যথা – মানসম্পন্ন শিক্ষা (SDG 4) এবং জলবায়ু কর্ম (SDG 13) – ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে লক্ষ্য 4.7 (টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা [ESD] এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষার ছেদকে কেন্দ্র করে। শিক্ষা) এবং লক্ষ্য 13.3 (জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জ্ঞান এবং ক্ষমতা তৈরি করা)। টেকসই উন্নয়নের এই দুটি মৌলিক বিষয়ের আন্তঃসম্পর্ক কীভাবে একত্রিত হতে পারে এবং শিক্ষার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নীতি, উদ্যোগ এবং কর্মকাণ্ড গঠনে অবদান রাখতে পারে এই প্রতিবেদনটির লক্ষ্য। প্রমাণ-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, এই প্রতিবেদনটি প্রদর্শন করে যে কীভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে সামগ্রিক জলবায়ু শিক্ষাকে একীভূত করা জলবায়ু কর্মকে উত্সাহিত করতে পারে এবং জলবায়ু সমাধান তৈরি করতে পারে। এটি আরও দেখায় যে কীভাবে স্কুল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়ের স্তরে জলবায়ু ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সমাজের অদক্ষতা দূর করতে পারে। এই লাইনগুলির সাথে, প্রতিবেদনটি শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনকে একীভূত করার বর্তমান চ্যালেঞ্জ এবং শিক্ষার মাধ্যমে এই সমস্যাটি মোকাবেলার সম্ভাবনা উভয়ই অনুসন্ধান করে।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি দেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রাসঙ্গিক এবং কার্যকর শিক্ষা উপলব্ধি করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ভারতের সমস্ত শিক্ষাবিদদের সুপারিশ তালিকাভুক্ত করে।

উপরে: অল্পবয়সী শিক্ষার্থীরা প্লাস্টিকের বোতলগুলিকে গাছের পাত্র হিসেবে পুনরায় ব্যবহার করছে। এএসএন স্কুল, নিউ দিল্লি

ফলাফলের হাইলাইটস

ভারতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শিক্ষা

শিক্ষার মাধ্যমে ভারত কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে তার প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করে প্রতিবেদনটি শুরু হয়। এতে একদিকে শিক্ষা খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রভাব এবং অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শিক্ষার ভূমিকার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে ভারতে তাপপ্রবাহ এবং বন্যা, আবহাওয়ার অনিয়মিত ঘটনা, জলবায়ু-প্ররোচিত স্থানচ্যুতি এবং স্থানান্তরের কারণে। এই প্রভাবগুলি শিক্ষার্থীদের, তাদের শেখার পরিবেশ এবং শেখার সুযোগগুলিকে প্রভাবিত করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন কারণের কারণে শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যের হুমকি বৃদ্ধি পায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি ভারতে, বিশেষ করে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য সারা দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষার ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেস প্রদানে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। এটিকে মোকাবেলা করার এবং আকার দেওয়ার একটি উপায় হল সবুজায়ন শিক্ষার মাধ্যমে - শিক্ষার অবকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে জলবায়ু-প্রস্তুত এবং জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক (সবুজ স্কুল), পাঠ্যক্রমের (সবুজ পাঠ্যক্রম) মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষাকে একীভূত করা, শিক্ষক, নীতি-নির্ধারকদের শিক্ষিত করা, স্কুলের নেতা এবং শিক্ষা ধারকদের প্রশিক্ষণ (শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতার সবুজায়ন), এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে আজীবন শিক্ষার সাথে একীভূত করা (সম্প্রদায়ের সবুজায়ন)। এগুলি হল গ্রিন এডুকেশন পার্টনারশিপ (GEP) এর চারটি স্তম্ভ, যা 2022 সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষা ট্রানজিশন কনফারেন্সে জাতিসংঘের মহাসচিব দ্বারা চালু করা জলবায়ু কর্মের প্রতি একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ, এবং যার জন্য ইউনেস্কো সচিবালয় হিসাবে কাজ করে।

এই প্রতিবেদনটি জিইপির চারটি স্তম্ভের মাধ্যমে ভারতের একাডেমিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার প্রচারের জন্য বর্তমানে চলমান বিভিন্ন উদ্যোগ ও উদ্ভাবন তুলে ধরে।

ভারতে, জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু বিস্তৃত শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি হল পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা, স্কুল এবং কলেজের মধ্যে প্রোগ্রাম এবং উদ্যোগ; শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ উন্নয়ন এবং বিতরণ; যুবকদের জন্য সচেতনতামূলক সেমিনার এবং সবুজ দক্ষতা প্রোগ্রাম; এবং জলবায়ু শিক্ষার নীতি-স্তরের একীকরণকে এমন উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত করে যা স্থানীয় সম্প্রদায়কে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা কার্যক্রমকে উন্নীত করতে ক্ষমতায়ন করে। জাতীয় ও রাজ্য সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ, বহুপাক্ষিক সংস্থা, সুশীল সমাজ সংস্থা, যুবকদের পাশাপাশি বেসরকারী

খাত সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা এই জাতীয় উদ্যোগগুলি পরিচালিত হয়। এই প্রতিবেদনটি এই ধরনের কিছু উদ্যোগকে কভার করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় অধিকার-ধারীদের চতুরতা প্রদর্শন করে এমন বেশ কিছু কাল্পনিক উদাহরণ তুলে ধরে।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) এর স্বাক্ষরকারী হিসাবে, ভারত কনভেনশনের ধারা 6 এবং প্যারিস চুক্তির 12 অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত জলবায়ু সমাধানে জড়িত হওয়ার জন্য সমাজের সকল সদস্যকে ক্ষমতায়নের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে, যা এখন অ্যাকশন নামে পরিচিত। জলবায়ু ক্ষমতায়নের জন্য (ACE)। শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিবেদনটি ভারতে বিভিন্ন নীতিমূলক উদ্যোগ এবং সরকারের নেতৃত্বাধীন ACE কর্মসূচির ছয়টি মৌলিক উপাদানের সমন্বয় করে, যথা: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, তথ্য, সচেতনতা, জনগণের অংশগ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

দেশ জুড়ে, জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষা বর্তমানে পরিবেশগত শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে সীমিত আকারে। 1991 সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশের মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষায় পরিবেশগত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা বিশ্বের কয়েকটি দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম। পরবর্তীকালে, এটি শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এনসিইআরটি) কে 2005 জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে পরিবেশগত অধ্যয়ন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করতে পরিচালিত করে। উচ্চ গ্রেডের ছাত্রদের জন্য, জলবায়ু পরিবর্তনের কিছু মতাদর্শকে ইতিমধ্যেই শেখানো পাঠ্যক্রমের সাথে একীভূত করা হয়েছে, যেমন সাধারণ বিজ্ঞান এবং ভূগোল।

প্রতিবেদনটি শিক্ষাগত পদ্ধতিরও অন্বেষণ করে যা জলবায়ু পরিবর্তনের শিক্ষা বৃদ্ধিতে আরও কার্যকর হতে পারে। এই ধরনের শিক্ষাবিদ্যা শিক্ষা-শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষক করে তোলে এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়, সেইসাথে স্থানীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও অগ্রসর করার জন্য শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বাড়ায়।

ডানদিকে: আর্ট প্রোগ্রাম 6 'R' অনুশীলনের গুরুত্ব শেখাতে সাহায্য করতে পারে। প্ল্যানেট ডিসকভারি সেন্টার, সিইই, গুজরাট।

ভারতের জন্য চ্যালেঞ্জ

জলবায়ু পরিবর্তনকে একীভূত করার জন্য স্কুল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে শূন্যতা পূরণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য প্রচেষ্টা এবং পদক্ষেপের প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তনের জটিলতা, ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তৃতি এবং ভারতীয় শিক্ষার বর্তমান সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কাজটি তার নিজস্ব চ্যালেঞ্জগুলির সাথে আসে।

প্রতিবেদনটি জলবায়ু পরিবর্তনকে অর্থপূর্ণভাবে মোকাবেলা করে এমন একটি সিরিজের উপর আলোকপাত করে - যার মধ্যে প্রথমটি জলবায়ু পরিবর্তনের শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের সাথে একীভূত করার সময় তার দৃষ্টিভঙ্গি সংজ্ঞায়িত করছে, পরিবেশগত শিক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষার সাথে এর আন্তঃনির্ভরতা লক্ষ্য করছে। এটি পরবর্তী পাঠ্যক্রম ডিজাইনার এবং পাঠ্যপুস্তক লেখকদের উপর দায়িত্ব দেয় যে জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার মূল মৌলিক বিষয়গুলি এবং এর স্থানীয় প্রেক্ষাপটগুলি দৃঢ়ভাবে জোর দেওয়া হয় এবং একটি সংগঠিত, আন্তঃবিভাগীয় এবং প্রগতিশীল পদ্ধতিতে।

বৈশ্বিক এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতির মধ্যেও ফাঁক রয়েছে, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায়। প্রতিবেদনটি চ্যালেঞ্জের বহুমুখী প্রকৃতির অন্বেষণ করে, বিভিন্ন বিষয়কে কভার করে - নীতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষক সম্পদের ফাঁক থেকে পাঠ্যক্রমের ফাঁক, কার্যকর শিক্ষাদান, বিশ্লেষণ এবং সবুজ দক্ষতা, এবং অর্থ ও বাস্তবায়নের ফাঁক পর্যন্ত।

জলবায়ু পরিবর্তনকে একীভূত করার জন্য স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকদের শূন্যতা পূরণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা এবং পদক্ষেপের প্রয়োজন।

জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে শেখার স্থানচ্যুতি এবং শিক্ষার অভাবও একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যা শিক্ষার অ্যাক্সেস, ন্যায্যতা এবং মানের সমস্যাগুলিকে বাড়িয়ে তোলে। পরিশেষে, দেশের অন্যান্য উন্নয়ন অগ্রাধিকারের আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার অর্থায়নকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভারতের জন্য সুযোগ

জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার সাথে জড়িত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এটিকে একীভূত করার সুযোগও রয়েছে। এটি একটি জলবায়ু সহনশীল সমাজ গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজনকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে সম্ভব যা ভারতের সার্বজনীন জলবায়ু প্রতিশ্রুতি এবং জাতীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, সেইসাথে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি এবং প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

পাঠ্যক্রমের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনকে একীভূত করার প্রথম সুযোগগুলির মধ্যে একটি 2023 স্কুল শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোর আসন্ন বাস্তবায়নে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা শিক্ষার অংশীদারদের জন্য সমস্ত গ্রেড এবং বিষয় জুড়ে স্কুল পাঠ্যক্রম, পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক আধুনিকীকরণ এবং সংশোধন করার সুযোগ প্রদান করে। . এটি জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা এবং বিষয়বস্তুকে সংগঠিত, প্রগতিশীল এবং সামগ্রিক পদ্ধতিতে একটি আন্তঃবিভাগীয় পদ্ধতি, স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং বিভিন্ন বিষয় এবং শ্রেণীতে চিন্তাভাবনা করার পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে একীভূত করার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার একটি সুযোগ উন্মুক্ত করে।

ইন্টিগ্রেশন শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকদের ক্রমাগত পেশাদার বিকাশ অর্জনের জন্য সমসাময়িক শিক্ষাদান যেমন জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্থায়িত্ব শেখার মাধ্যমে প্রাক-সার্ভিস এবং ইন-সার্ভিস শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আধুনিকীকরণ এবং বিকাশের সম্ভাবনারও অনুমতি দেয়।

এটি শিক্ষকদের বিভিন্ন শিক্ষণ-শেখানো পদ্ধতি এবং শিক্ষণ পদ্ধতির দিকে পরিচালিত করে যা কার্যকর জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার জন্য অভিযোজিত হতে পারে। উপরন্তু, জলবায়ু নিরাপত্তা বাড়াতে পুরো স্কুলের অংশগ্রহণের অসাধারণ সুবিধা থাকতে পারে, যেমন স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা, স্কুলের সুবিধা এবং কার্যক্রমের উন্নতি, তাদের প্রশাসনে টেকসইতার দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা এবং সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত হওয়া এবং অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। ফলস্বরূপ, স্কুল সিস্টেমগুলিকে আরও স্থিতিস্থাপক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-বান্ধব মূল্যবোধ এবং মনোভাবের প্রতি মনোযোগী হতে উত্সাহিত করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের যা শেখানো হয় তা অনুশীলন করতে উত্সাহিত করা হয়। স্কুল পর্যায়ে এই উদ্যোগগুলি ছাড়াও, উচ্চ শিক্ষার স্তরে জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষাকে একীভূত করার সর্বাধিক সম্ভাবনা রয়েছে, যার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল স্নাতক স্তরে পরিবেশগত শিক্ষার জন্য নির্দেশিকা এবং একটি পাঠ্যক্রম কাঠামোর সাম্প্রতিক প্রবর্তন (UGC, 2023)।

শেষ পর্যন্ত, প্রতিবেদনে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন, ঐতিহ্যগত জ্ঞান ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন এবং সংরক্ষণ, এবং ভারতে জলবায়ু কর্মের মালিকানা বজায় রাখা এবং সারা দেশে জলবায়ু শিক্ষার অগ্রগতিতে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অংশীদারিত্বের প্রচারের বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয়েছে।

প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা 1
শিক্ষার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সম্মিলিত পদক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনের ওপর জোর দিন।

শিক্ষার মাধ্যমে জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ভারতের প্রাথমিক স্বীকৃতির অনুস্মারক হিসেবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক কাজ করেছে, বিশেষ করে পূর্ববর্তী জাতীয় পাঠ্যক্রম ফ্রেমওয়ার্ক (1975, 1988); পরিবেশ শিক্ষার জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র, এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (1984); এবং ভারতে পরিবেশগত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ (1991)। এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি জলবায়ু পরিবর্তন সহ পরিবেশগত সমস্যাগুলি মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষার ভূমিকাকে তুলে ধরে।

আজ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেমন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা নির্ধারিত মৌলিক নীতিগুলির উপর জোর দেওয়া এবং জলবায়ু সচেতনতা তৈরি করতে শিক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের দিকগুলিকে একীভূত করা এবং টেকসই হওয়ার দিকে পরিচালিত করে এমন মূল্যবোধগুলিকে সংহত করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। জীবনধারা এবং যৌথ কর্ম। একটি আদর্শ পরিস্থিতিতে, সমস্ত লোককে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যক্তিগত এবং স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করা উচিত এবং স্ব-অনুপ্রেরণার অনুভূতি তাদের মাঠ পর্যায়ে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিশ্চিত করার দিকে চালিত করা উচিত। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের কিছু উদাহরণের মধ্যে রয়েছে কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করা, নবায়নযোগ্য শক্তিকে সমর্থন করা, সম্পদ সংরক্ষণ করা বা টেকসই নীতির পক্ষে সমর্থন করা।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং মানিয়ে নেওয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারক, বেসরকারি সংস্থা, যুব ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে মানসিকতার পরিবর্তন, আচরণ পরিবর্তন এবং মালিকানার বোধের প্রচার করা অপরিহার্য। আমাদের অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার মূল হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্নিশ্চিত করা বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে একটি টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তুলতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিধ্বংসী প্রভাবগুলি পরিচালনা করতে আরও ভাল অবস্থানে রাখতে পারে।

প্রস্তাবনা 2
সকল উন্নয়ন নীতিতে জলবায়ু শিক্ষা কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত

টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতিতে সকলের চাহিদা ও আকাঙ্খা পূরণ করে এমন উন্নয়নের বিশাল চ্যালেঞ্জের দিকে লক্ষ্য রেখে জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার নকশা করা দরকার। এটির জন্য প্রতিটি উন্নয়ন-সম্পর্কিত নীতির প্রয়োজন যা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সরাসরি কাজ করে বিশেষ করে জলবায়ু-সম্পর্কিত সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার কৌশলগুলির মধ্যে একটি হিসাবে শিক্ষাকে একীভূত করার জন্য একটি উত্সর্গীকৃত উপাদান থাকতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শিক্ষার সম্ভাব্য কার্যকারিতা উপলব্ধি করার জন্য, ভারতের প্রতিটি উন্নয়ন-সম্পর্কিত নীতিতে এর একীকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ যা একাধিক সেক্টর এবং অঞ্চলকে প্রভাবিত করে এবং শিক্ষা হল জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়ার একটি অপরিহার্য কৌশলগত উপাদান। এর আন্তঃবিভাগীয় প্রকৃতির সাথে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও পরিণতিগুলি চিনতে এবং বুঝতে এবং জলবায়ু মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সজ্জিত করে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবর্তন. এটি শিক্ষা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান, জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, সঠিক জলবায়ু তথ্যের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা অপরিহার্য করে তোলে।

নির্বিঘ্ন একীভূতকরণ অর্জনের জন্য, নীতিনির্ধারক, প্রশাসক, যুব, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সহ শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের জলবায়ু নীতির মধ্যে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত। এটি করার মাধ্যমে, ভারত বিভিন্ন সেক্টর জুড়ে জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমৃদ্ধ জ্ঞানের সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

প্রস্তাবনা 3
শিক্ষার সকল পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে একীভূত করা

জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষাকে অবশ্যই আশা ও আশাবাদের একটি ইতিবাচক বার্তা দিতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটি মোকাবেলা করার জন্য সব দেশের যথাযথ ও উচ্চাকাঙ্খী উন্নয়নকেও বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন, জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়নের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে যথাযথভাবে স্থাপন করা উচিত।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বাড়াতে এবং সমাধান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্যা-সমাধান এবং সমালোচনামূলক-চিন্তা দক্ষতাকে উদ্দীপিত করতে ভারতীয় পাঠ্যক্রমের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার কার্যকরী একীকরণ চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসইতার সমস্যাগুলি মোকাবেলার জন্য বিদ্যমান শিক্ষা কার্যক্রমগুলিকে পুনরায় শেখানো উচিত এবং বিভিন্ন বয়সের গোষ্ঠী এবং শিক্ষাগত স্তরের সাথে মানানসই করা উচিত যাতে এই ধারণাগুলিকে আরও গভীরতা এবং জটিলতার সাথে প্রবর্তন করা যায় এবং শিখানো যায় যখন শিক্ষার্থীরা পরিণত হয় এবং তাদের বোঝার বিকাশ হয়। এই পদ্ধতিটি জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020-এ নির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং টেকসইতার উপর জোর দেয়।

একটি মৌলিক এবং প্রস্তুতিমূলক পর্যায় থেকে শুরু করে, শিক্ষার্থীদের টেকসই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মূলে থাকা সংরক্ষণের মূল্যবোধ সম্পর্কে শিখতে হবে। মধ্যম পর্যায়ে, শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক কর্ম এবং সবুজ দক্ষতার উপর জোর দেওয়ার সাথে সাথে আন্তঃবিভাগীয় জলবায়ু পরিবর্তনের মতাদর্শের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় পর্বে, শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট জলবায়ুর প্রভাব, অসহায়ত্বের সমস্যা, ন্যায়বিচার এবং কর্মের মতো বিষয়গুলি অন্বেষণ করতে পারে এবং সক্রিয়ভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। উচ্চতর একাডেমিক স্তরে, শিক্ষার্থীদের গভীরভাবে জলবায়ু জ্ঞান, প্রশমন এবং অভিযোজন কৌশল, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবেশ-মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিতে ফোকাস করা উচিত।

বিষয় এবং স্তর জুড়ে জলবায়ু শিক্ষার সাথে শিক্ষার ফলাফলগুলি সারিবদ্ধ করাও ব্যাপক কভারেজ নিশ্চিত করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে শেখার আন্তঃবিভাগীয় প্রকৃতিকে হাইলাইট করে। একটি সামগ্রিক, ধাপে-নির্দিষ্ট পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি বাড়ায়, এই বৈশ্বিক সমস্যাটির সাথে তাদের ব্যক্তিগত সংযোগ বৃদ্ধি করে এবং দায়িত্বশীল জলবায়ু কর্ম ও নির্মূলের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিকে অনুপ্রাণিত করে।

নীচে: মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা: শিশুরা একটি মজার কার্যকলাপে গাছের ছাল আবিষ্কার করছে। প্ল্যানেট ডিসকভারি সেন্টার, সিইই, গুজরাট।

প্রস্তাবনা 4
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সবুজ ও জলবায়ু-প্রস্তুত করতে সহায়তা

শিক্ষাকে রক্ষা করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জলবায়ু চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত করার জন্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে, সবুজ এবং জলবায়ু সহনশীল পরিবেশে রূপান্তর করতে হবে। এই উদ্যোগে অবকাঠামো, শক্তি ব্যবস্থা, জলের মালিকানা, বর্জ্য হ্রাস, সবুজ স্থান এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি সহ বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

জলবায়ু-বান্ধব বিল্ডিং ডিজাইন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উত্স এবং টেকসই জলের অনুশীলন গ্রহণ করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কার্বন পদচিহ্ন কমাতে পারে এবং পরিবেশগত দায়িত্ব প্রদর্শন করতে পারে। দেশীয় গাছপালা দিয়ে সবুজ স্থান তৈরি করা কেবল জীববৈচিত্র্যই বাড়ায় না বরং শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশগত ধারণাগুলি প্রাথমিকভাবে বোঝার জন্য জীবন্ত শ্রেণীকক্ষও তৈরি করে।

জলবায়ু-সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপে শিক্ষার্থীদের নিযুক্ত করা কেবল ব্যবহারিক জ্ঞানই বাড়ায় না, বরং তাদের জলবায়ু-সচেতন নাগরিক হিসাবে ক্ষমতায়িত করে। তদুপরি, এই প্রচেষ্টাগুলিতে জড়িত সম্প্রদায়গুলি স্থানীয় সমাধান এবং স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এবং কর্মের ধারাবাহিকতা প্রচার করে।

সুপারিশটি জাতীয় জলবায়ু লক্ষ্য এবং শিক্ষাগত মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে উত্সাহিত করে। ভারতের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি টেকসই এবং জলবায়ু-প্রস্তুত ভবিষ্যতের জন্য অবদান রাখে তা নিশ্চিত করার জন্য, এর জন্য নীতি সহায়তা, সমন্বিত সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা 5
সবুজ দক্ষতা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি একীভূত করা

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত সবুজ দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা একটি সবুজ এবং নেট-শূন্য অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার আকাঙ্খা পূরণ করার জন্য এবং টেকসই কর্মসংস্থানকে উত্সাহিত করার জন্য অপরিহার্য। এই সততা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়া উচিত।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে সবুজ দক্ষতার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথাযথভাবে সাড়া দিতে হবে এবং নবায়নযোগ্য শক্তি, শক্তি দক্ষতা, জলের মালিকানা এবং সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার, বৈদ্যুতিক যানবাহন, টেকসই টেক্সটাইল, কৃষি স্থায়িত্ব, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সবুজ নির্মাণ, জলবায়ু অভিযোজন এবং স্থিতিস্থাপকতা, জলবায়ু-সম্পর্কিত অধ্যয়ন

নীচে: তামিলনাড়ুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, বাড়ির পিছনের দিকের বাগানের প্রোগ্রাম চলাকালীন মেয়েরা বীজ রোপণ করতে শিখছে।

ডানদিকে: শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালা। রচনা স্কুল, গুজরাট।

সফর এবং তথ্য বিশ্লেষণ, ইকো-ট্যুরিজম, টেকসই পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত। এই দক্ষতাগুলিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা-উন্নয়ন কর্মসূচিতে একীভূত করা উচিত।

সবুজ দক্ষতা এবং শিক্ষার প্রচারের মাধ্যমে, ভারত সবুজ অর্থনীতির দ্বারা উত্থাপিত চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলির জন্য তার কর্মীবাহিনীকে প্রস্তুত করতে পারে। এটি শুধুমাত্র পরিবেশগত উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করবে না বরং একটি দক্ষ প্রার্থীর পুল তৈরি করতে সাহায্য করবে যা উদীয়মান সবুজ চাকরির বাজারের জন্য প্রস্তুত, যার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্থায়িত্ব লক্ষ্যে অবদান রাখবে।

প্রস্তাবনা 6

ব্যাপক জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং সংস্থান সহ শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন করুন

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব গঠনে শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য, প্রি-সার্ভিস এবং ইন-সার্ভিস প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষাবিদদের প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একই সময়ে, জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষাকে বিষয় এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একীভূত করা বিষয় এবং পাঠ্যক্রমের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে এবং শিক্ষকদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে শেখানোর জন্য আরও আত্মবিশ্বাস দেয়।

প্রাক-পরিষেবা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নিবেদিত জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষা মডিউলগুলি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে, ভবিষ্যতের শিক্ষকরা অন্য অনন্য এবং জটিল পাঠ্যক্রম শেখার ভার ছাড়াই তাদের শিক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলিকে কার্যকরভাবে একীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞানের সাথে সজ্জিত হবে। এই মডিউলগুলির প্রাসঙ্গিক শিক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া উচিত এবং উদ্ভাবনী উপায়ে শিক্ষাদানের সুবিধা দেওয়া উচিত।

এই প্রোগ্রামগুলির বয়স-উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করার জন্য শিক্ষকদের ক্ষমতা বাড়ানোর উপর ফোকাস করা উচিত, শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে ক্রিয়াকলাপগুলিতে জড়িত করা, ইতিবাচক শ্রেণীকক্ষে আলোচনাকে উত্সাহিত করা এবং টেকসই আচরণকে অনুপ্রাণিত করা। এই ধরনের নিয়মিত এবং ডেডিকেটেড ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিকাশ নিশ্চিত করবে যে বিদ্যমান প্রশিক্ষকরা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক এবং আপ-টু-ডেট জ্ঞান পাবেন।

এটি করার সময়, এটি নিশ্চিত করাও অপরিহার্য যে শিক্ষকরা এমনভাবে নির্দেশনা এবং সহায়তা পান যা তাদেরকে অতিরিক্ত কাজ হিসাবে বিবেচনা না করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলিকে তাদের দৈনন্দিন পাঠদানে নির্বিঘ্নে একীভূত করতে সক্ষম করে। এই লক্ষ্যে, পরিবেশ ও জলবায়ু শিক্ষা এবং কর্মের জন্য একটি সামগ্রিক, সম্পূর্ণ-স্কুল পদ্ধতির প্রচারের জন্য শিক্ষকদের জ্ঞান, কার্যকর শিক্ষাবিদ্যা এবং সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করা উচিত।

উপরে: গ্রুপ অ্যাকশন: গাছপালা জল দেওয়ার জন্য একটি দল হিসাবে কাজ করা। সঞ্জীবনী ঔষধি বাগান, গুজরাট।

প্রস্তাবনা 7

একটি সবুজ ভবিষ্যত গড়তে তরুণদের সাথে জড়িত

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণদের সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য। তর্কাতীতভাবে, জলবায়ু পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে তরুণদের সম্পৃক্ত করা যাদের ভবিষ্যত প্রভাবিত হবে তাদের জড়িত করার দায়িত্ব প্রতিফলিত করে। জলবায়ু কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হওয়ার জন্য তরুণদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি ব্যাপক কৌশল প্রয়োজন। এটি নির্দিষ্ট জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য তাদের নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করতে থাকবে, তরুণদের সচেতনতা বাড়াতে জলবায়ু শিক্ষার প্রচার করবে এবং জলবায়ু নীতির সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে যুবকদের সম্পৃক্ততার প্রচার করবে।

উপরন্তু, কার্যকর জলবায়ু কর্মের জন্য, যুবকদের মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সমর্থন করা উচিত যা তাদের সবুজ কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার সাথে সজ্জিত করে এবং তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও দক্ষতা প্রদান করে। যুব-নেতৃত্বাধীন গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে উত্সাহিত করা স্থানীয় এবং সেইসাথে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট অনুসারে আরও ভাল সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ভারতের ভূগোল এবং বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন রাজ্যের যুবকদের তাদের আবেগ, সৃজনশীলতা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জড়িত করা সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে পারে যা একটি বৃহৎ দেশের বৈচিত্র্যময় ভৌগলিক এবং প্রাসঙ্গিক চাহিদা পূরণ করে। এটি শুধুমাত্র পরিবেশের জন্যই উপকৃত হয় না বরং তরুণদের নিজেদের এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত তৈরি করতে সক্ষম করে।

প্রস্তাবনা 8

জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষায় স্বল্প-কার্বন লাইফস্টাইল প্রচারের জন্য স্থানীয় এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে একীভূত করা

ভারতের মিশন লাইফ উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য, দেশের একটি ব্যাপক পদ্ধতির প্রয়োজন যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগকে শক্তিশালী করে। এই পদ্ধতির সাথে স্থানীয় এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞান ব্যবস্থার সাথে পুনরায় সংযোগ করা জড়িত যা স্থায়িত্ব এবং কম কার্বন জীবনযাপনের পক্ষে। টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য হ্রাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সহ সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ঐতিহ্যের মূলে ভারতের জ্ঞানের ভান্ডার রয়েছে। যদি এই ধরনের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ব্যবহার করা হয়, তবে এটি আধুনিক, বৈজ্ঞানিক অনুশীলন এবং বোঝার জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসতে পারে এবং ভবিষ্যতের জীবনযাত্রাকে নিরাপদ করতে সহায়তা করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের তাদের দক্ষতা এবং অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শেখার জন্য কৃষক, কারিগর এবং উপজাতীয় প্রবীণদের সহ সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি-বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত জ্ঞান, যোগব্যায়াম এবং জল সংরক্ষণ অনুশীলনের মতো ঐতিহ্যগত অনুশীলনগুলি টেকসই জীবনধারা বিকাশের জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষায় এই স্থানীয় ঐতিহ্যগুলিকে একীভূত করা ভবিষ্যতের নেতাদের লালনপালন করবে যারা দেশের সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বজায় রেখে জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রস্তাবনা 9

জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষায় উদ্ভাবন বাড়ানোর জন্য অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা

ভারতে শিক্ষার সকল স্তরে ব্যাপক জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষা প্রদানের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জন করতে, সৃজনশীল উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এমন শিক্ষা স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা অপরিহার্য হবে। এই সমন্বিত সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায় সরকারি ও বেসরকারি খাত, স্কুল ইকোসিস্টেম (বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবক, অধ্যক্ষ এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা), উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, যুব, বহুপাক্ষিক তহবিল, সেক্টর বিশেষজ্ঞরা জড়িত। , বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এই অংশীদারিত্বগুলি সমন্বিত সহযোগিতা এবং সম্পদ, তহবিল, দক্ষতা এবং জ্ঞান ভাগ করে, জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি নিশ্চিত করে। এই সহযোগিতামূলক সমন্বয় মানসম্মত পাঠ্যক্রম, কার্যকর শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, এবং বয়স-উপযুক্ত জলবায়ু তথ্য প্রচারের জন্য অনুমতি দেয়।

প্রস্তাবনা 10

জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদানের জন্য সচেতনতা শিক্ষা-কেন্দ্রিক পোর্টালগুলিকে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠা করা

জলবায়ু পরিবর্তন একটি দ্রুত বিকশিত ক্ষেত্র যা স্থানীয়, জাতীয় এবং বৈশ্বিক স্তরে আপডেট জ্ঞান, উদ্যোগ, কৌশল, নীতি এবং গবেষণার সমাধানের জন্য আহ্বান জানায়। বর্তমান এবং নির্ভরযোগ্য জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপক প্রচার এবং সু-সমন্বিত অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা ইন্ডিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ নলেজ পোর্টালের মতো বিদ্যমান প্ল্যাটফর্মগুলিকে প্রচার করার সময় নতুন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরির বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে। ভারত।

একটি বিস্তৃত নীতি কৌশলের অংশ হিসাবে এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে ছাত্র, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং বৃহত্তর সম্প্রদায় সহ সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার জন্য অপরিবর্তনীয় সংস্থান হিসাবে সক্রিয়ভাবে প্রচার করা উচিত। এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিকে আপ-টু-ডেট বিষয়বস্তু বজায় রাখা উচিত যা একাডেমিক পাঠ্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শ্রেণী-নির্দিষ্ট এবং বিষয়-নির্দিষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে। তাদের এমন ভিত্তি হিসাবে কাজ করা উচিত যেখান থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে একীভূত করা যায় এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সক্রিয় এবং নিযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা যায়। ভারতের বৈচিত্র্য বিবেচনা করে, তথ্যও প্রাসঙ্গিক করা উচিত এবং আঞ্চলিক ভাষায় উপলব্ধ করা উচিত। বিদ্যমান সম্পদ দক্ষতা জোরদার করা ধীর-থেকে-নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কার্যকরী প্রকৃতির মধ্যে ফাঁক পূরণ করার একটি সম্ভাব্য উপায় গঠন করে।

ডানদিকে: গুজরাটের রচনা স্কুলে শিক্ষার্থীরা কার্টুনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে শিখছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং শিক্ষা বিষয়ে ইউনিসেফ ভারতের উদ্যোগ

unicef for every child

জলবায়ু পরিবর্তন ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে ক্রমশ স্বীকৃত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে, কারণ এটি তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। শিক্ষা জলবায়ু ক্রিয়াকলাপের প্রচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষকে জলবায়ু সংকটের প্রভাবগুলি বুঝতে এবং মোকাবেলা করতে সহায়তা করে এবং পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং মনোভাব দিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন করে। সাম্প্রতিক অতীতে, ইউনিসেফ ন্যাশনাল ফোকাস গ্রুপ অন এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশনের সদস্যদের সাথে নিযুক্ত হয়েছে যাতে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের মৌলিক বিষয়গুলোকে নতুন কারিকুলার ফ্রেমওয়ার্ক (এনসিএফ) এর সাথে একীভূত করার প্রয়োজনীয়তাকে প্রভাবিত করে। রাজ্যগুলি তাদের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে NCF-কে খাপ খাইয়ে নেয় এবং স্কুলে ব্যবহার করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের নিজস্ব সংস্করণ প্রস্তুত করে। ইউনিসেফ, রাজ্য সরকারগুলির সাথে সমন্বয় করে, জলবায়ু পরিবর্তনের মূল অবকাঠামোগুলিকে একীভূত করার জন্য চলমান প্রোগ্রামগুলিতেও ট্যাপ করছে। এর মধ্যে রয়েছে স্কুল নিরাপত্তা কর্মসূচি, শিশু মন্ত্রণালয় এবং স্কুল পর্যায়ের শিশু ও যুব ফোরাম। এই সমস্ত চলমান কর্মসূচিগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার এবং অংশীদারদের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

রাজ্য সরকারগুলির সহায়তায় ইউনিসেফ ইন্ডিয়া দ্বারা বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলি নীচে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

1 স্কুল নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনের একীকরণ

- বিহারে, বিহার এডুকেশন প্ল্যানিং কাউন্সিল (BEPC), ইউনিসেফের প্রযুক্তিগত সহায়তায়, জলবায়ু পরিবর্তনের সমন্বিত কাঠামোকে চলমান ব্যাপক স্কুল নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যক্রমে একীভূত করেছে, যা 70,000 স্কুলের 8.4 মিলিয়ন শিশুর কাছে পৌঁছেছে।
- ছত্তিশগড়ে, ইউনিসেফ 45,000 স্কুলে 37,000 শিক্ষকের সহায়তায় 5 মিলিয়ন শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি স্কুল নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সমর্থন করেছে।
- জম্মু ও কাশ্মীরে, জলবায়ু পরিবর্তনের একীকরণের সাথে প্রায় 1,000 স্কুলে 30,000 শিশু এবং 5,000 শিক্ষক উপকৃত একটি ব্যাপক স্কুল নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছিল।
- গুজরাটে, ইউনিসেফ 33,000 স্কুলে পৌঁছানোর জন্য স্কুল নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তার উপর একটি স্ব-গতিসম্পন্ন কোর্সের উন্নয়নে সমন্বিত শাস্তি এবং GIDM-কে সহায়তা প্রদান করেছে।

2 বয়ঃসন্ধি ফোরাম

- উত্তরপ্রদেশে, রাজ্য জুড়ে 20টি জেলার 240টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কম্পোজিট স্কুলের 6,000 জন শিশুর অংশগ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর একটি শিশু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনটি ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর সপ্তাহব্যাপী প্রচারণার সমাপ্তি।
- ইউনিসেফ 45,000 মীনা মঞ্চ ভেন্যুগুলির মাধ্যমে রাজ্য সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরীদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের অ্যাডভোকেসি আইনি কাউন্সেলিং সফলভাবে পরিচালনা করেছে।

3 পাঠ্যক্রম

- কেরালায় একটি পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার ফলে ইউনিসেফ দ্বারা সমর্থিত রাজ্যের পাঠ্যসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- মহারাষ্ট্রে, 65,000 প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং 10,000 শিক্ষককে কভার করে প্রথম গ্রেডের জন্য ইউনেস্কোর সহায়তায় রাজ্য সরকার দ্বারা একটি সমন্বিত জলবায়ু এবং পরিবেশ পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছিল।

সামনে এগোও

- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্যোগ এবং কর্মসূচির পরিমাণ বৃদ্ধি করা
- আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য জলবায়ু কর্মের উপর শিক্ষার সংস্থান এবং উপকরণ (ডিজিটাল, নন-ডিজিটাল) উন্নয়ন
- জলবায়ু পরিবর্তনের উপর অনলাইন সহ ব্যাপক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্স তৈরি করুন
- নতুন পাঠ্যক্রম কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তনকে একীভূত করা এবং তা বাস্তবায়ন করা
- গ্রিনিং স্কুলের জন্য কাঠামো এবং সূচক তৈরি করুন এবং মান প্রণয়নে সহায়তা করুন
- গবেষণা অধ্যয়ন পরিচালনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চারপাশে প্রমাণ তৈরি করা

সিইই

সেন্টারে ফর এনভায়রনমেন্ট এডুকেশন

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট এডুকেশন আহমেদাবাদ ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনে পরিবেশ শিক্ষা (EE) এবং শিক্ষার জন্য টেকসই উন্নয়ন (ESD) ক্ষেত্রে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। CEE সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1860 এর অধীনে নিবন্ধন নম্বর GUJ/1043/ আহমেদাবাদের সাথে তার নিবন্ধিত অফিস থালটেজ টেকরা, আহমেদাবাদে নিবন্ধিত।

একটি জাতীয় সংস্থা হিসাবে, CEE এর লক্ষ্য সারা দেশে পরিবেশ সচেতনতা প্রচার করা। CEE উদ্ভাবনী প্রোগ্রাম এবং শিক্ষাগত উপকরণ তৈরি করে এবং ESD ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচার করে। এটি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে পরিবেশ সচেতনতা শিক্ষা টেকসই উন্নয়নের দিকে পদক্ষেপ নেয়। এটি মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ করে যা টেকসই উন্নয়নে শিক্ষা যে ভূমিকা পালন করতে পারে তা প্রদর্শন ও মূল্যায়ন করে।

200,000 টিরও বেশি স্কুলের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সাথে, এটি বিভিন্ন সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বে অনেক স্কুল প্রোগ্রাম গ্রহণ করে। CEE ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষাকে মূলধারায় আনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিগত 39+ বছর ধরে, CEE একটি টেকসই ভবিষ্যত তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য ভারত এবং অন্যান্য দেশের বিভিন্ন স্থানীয়, রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সংস্থা এবং সরকারগুলির সাথে কাজ করেছে। ভাষা ব্যাখ্যার প্রোগ্রাম এবং সুবিধা প্রদানে CEE বন বিভাগ এবং অন্যান্যদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। CEE সিএসআর তহবিলের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি জাতিসংঘ সংস্থা, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, ফাউন্ডেশন এবং কর্পোরেট, এবং জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রামীণ ও নগর উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, স্কুলিং, সার্কুলার অর্থনীতি এবং অন্যান্য.

ইউনেস্কোর নিউ দিল্লি আঞ্চলিক কার্যালয় এই প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তার জন্য ইউনিসেফ ইন্ডিয়া, ব্রিটিশ কাউন্সিল ইন্ডিয়া এবং মোবিয়াস ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাতে চায়।

unesco

unicef for every child

BRITISH COUNCIL

MOBIUS FOUNDATION

পিছনের কভার ছবি
আমাদের গ্রহ রক্ষা করার জন্য নিবেদিত ছাত্র
মাইক্রোসফট. এম.এ জানি জীবন সালা, গুজরাট।

1 সান মার্টিন মার্গ, চাণক্যপুরী
নিউ দিল্লি 110 021, ভারত
টেল নং: +91-11-2611 1873/5 এবং 2611 1867/9
ফ্যাক্স: +91-11-2611 1861
ই: newdelhi@unesco.org
ওয়েবসাইট: http://www.unesco.org/new/en/newdelhi/home